গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-১ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নভেম্বর, ২০২২ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	২৭/১২/২০২২ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকল কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা এবং চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বার্ষিক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান ১৩টি প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনার আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও ভৌত অগ্রগতির বাস্তব অর্জন; প্রকল্প সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য সমাধানকল্পে বিগত মাসের এডিপি সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাস্তব অগ্রগতি এবং প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়।

০২। সভার শুরুতেই গত ৩০ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার কার্যবিবরণীতে কোন পর্যবেক্ষণ বা সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হয়।

০৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৫৮৪.৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যার মধ্যে জিওবি অর্থের পরিমাণ ১৫৭০.৫১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১৩.৮২ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ৪৮৯.০০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে, যা বরাদ্দের ৩০.৮৬%। নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০০.৭৩ কোটি টাকা যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৬.৩৬% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ২০.৬০%।

০৪। সভার এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরে তিনি বলেন যে, প্রকল্পের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রথম কল সার্কুলার জারী করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকগণ বাস্তবতার নিরিখে যেন চাহিদা মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বরাদ্দের সংশোধিত প্রস্তাব প্রেরণ করেন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২০০.৯১ কোটি টাকা এবং নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্ত করা হয়েছে ৬৫.৬৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৩২.৬৭%। প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৩৩.৯৪

কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১৬.৮৯%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৫৪০.২০ কোটি টাকা। নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২৫২.২৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৮৬.৭০%। প্রকল্প দুটির অনুকূলে নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২১.৫৭ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৩.৯৯%। কারা অধিদপ্তরের ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ৮৪৩.২২ কোটি টাকা। নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ১৭১.০৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২০.২৯%। ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৫.২২ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৫.৩৬%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি নতুন প্রকল্পের অনুকূলে মোট ০১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যয় করা হয়নি।

০৫। <u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) <u>১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৬১৭.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৭৯.৬৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮২%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে**' বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১৭৫.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৬৫.৬৩ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৩৭.৫০%। নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৩.৯৪ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ১৯.৩৯%।

এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, গাজীপুর জেলার সারাবো (কাশিমপুর) মর্ডাণ ফায়ার স্টেশন ও সাভার সেনানিবাসস্থ জিরাবো, সাভার মডার্ণ ফায়ার স্টেশন ইতোমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। গাজীপুর চৌরাস্তা ও রুপপুর গ্রীনসিটি, পাবনা মডার্ণ ফায়ার স্টেশন জানুয়ারি, ২০২৩ এর মধ্যে হস্তান্তর করা হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ অবহিত করেছেন। অবশিষ্ট ৭টি মডার্ণ ফায়ার স্টেশনের কাজ চলমান রয়েছে। ০৭টি স্টেশনের মধ্যে কাঁচপুর ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ (৮০%), কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম (৮৮%), কোনাবাড়ী, গাজীপুর (৫০%), রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর (৮২%), শিবুমার্কেট (ফতুল্লা), নারায়ণগঞ্জ (৮%), কালুরঘাট, চট্টগ্রাম (২০%) এবং রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ফায়ার স্টেশন (২০%) নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। কাঁচপুর ব্রিজ নারায়ণগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ কিচেন ভবন বাদে সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে গণপূর্ত অধিদপ্তরে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন যে, ঠিকাদারের মৃত্যু হওয়ায় পাওয়ার অব এটর্নির মাধ্যমে কাঁচপুর ব্রিজ ফায়ার স্টেশনের কিচেন ভবন নির্মাণের জন্য রিটেন্ডার করা হয়েছে। আশা করা যায় এ অর্থ বছরের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, নারায়ণগঞ্জ জেলার শিবু মার্কেট ফতুল্লা, মডার্ণ ফায়ার স্টেশনের সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের আকস্মিক মৃত্যুর কারণে জুলাই/২০২২ হতে প্রকল্প এলাকার কাজ বন্ধ রয়েছে। কাজটির কেবলমাত্র Pile Drive সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক প্রকল্প দপ্তরকে অবহিত করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে চুক্তি বাতিল পূর্বক অবশিষ্ট কাজের (Remaining works) পুন:দরপত্র ২৭/১১/২০২২ তারিখে আহ্বান করা হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ সভায় আরোও অবহিত করেন যে, অবশিষ্ট কাজের গুনগত মান বজায় রেখে সার্বিকভাবে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে কাজটি সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে কিনা সভাপতি জানতে চাইলে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন যে, নতুন ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, কাজের গুনগত মান বজায় রেখে কাজটি সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সভায় ১১ মডার্ণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, গত ৩১/১০/২০২২ তারিখে এ প্রকল্পের ২৩টি

প্যাকেজের ৪০ প্রকার অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের নিমিত্ত প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ কারিগরী মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের নিমিত্ত টার্গেট নির্ধারণ করে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, এলাকবাসীর দাবি অনুযায়ী সারাবো, কাশিমপুর, গাজীপুর মডার্ণ ফায়ার স্টেশনটির নাম পরিবর্তন করে গোবিন্দবাড়ি ফায়ার স্টেশন করার জন্য অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বলেন যে, কালুরঘাট ফায়ার স্টেশন বর্তমানে খুব ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। ঝুঁকিপূর্ণ স্টেশনের মালামালসমূহ দ্রুত স্থানান্তর করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন করতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিবিড়ভাবে তদারকি করতে হবে;

(খ) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন;

(গ) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০৬(ছয়) মাস বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Project প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, বৈদেশিক কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে ৮০.৬২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৮.১৭ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.৭৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'সি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২৫.৯১ কোটি টাকা এবংপ্রকল্পটি 'সি' ক্যাটাগরিভুক্ত হওয়ায় অর্থ ছাড় করা সম্ভব হয়নি।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, দুইটি ভবনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কোরিয়া থেকে সরঞ্জামাদি এনে স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, করোনা কালীন কোরিয়াতে প্রশিক্ষণার্থীগণ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেনি। কোরিয়াতে তাদের হাতে কলমে আরো প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সঠিক প্রশিক্ষণ ছাড়া কন্ট্রোল সিস্টেম শতভাগ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্প পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যে ৪০ জনকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সঠিকভাবে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। জনবলের প্রশিক্ষণ শেষ না হওয়ায় কাজ চালানো সম্ভব নয়। কোরিয়াও প্রশিক্ষণটিতে আগ্রহী নয়। প্রকল্পের অবকাঠামোগত কাজ শেষ হলেও দক্ষ জনবল ব্যতীত প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাই দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি বলেন যে, প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হওয়ায় এবং সরঞ্জাম সংগ্রহের কাজ শেষ পর্যায়ে থাকায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যুক্তিযুক্ত হবে না বরং ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিভাগীয় জনবল দ্বারা প্রকল্পটি বুঝে নিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে

হবে। সেই সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত জনবলের পদ সৃজন, জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ইত:পূর্বে দক্ষিণ কোরিয়া ও স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল দিয়েই কন্ট্রোল সিস্টেম চালু রাখতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না। প্রকল্পে নির্ধারিত জনবল কাঠামো মোতাবেক পদ সৃজন, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;

(খ) দক্ষিণ কোরিয়া থেকে প্রাপ্ত সরঞ্জামাদি দ্রুত ও যথাযথভাবে স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ৪৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৬)	০৬/০৪/২০২২ তারিখ অধিদপ্তর হতে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করে (০২টি স্টেশন বিহীন উপজেলাসহ) গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট অংশ প্রেরণ করা হয়েছিল। জমির পরিমান বৃদ্ধি, স্টেশন ভবনের নকশা সংশোধন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা রিপোর্ট প্রণয়নের কারণে পুনরায় ০৪/১০/২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করে এ অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছে। ইতোমধ্যে আরো নতুন ০২টি স্টেশন (আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল-নারায়ণগঞ্জ এবং যশোদল-কিশোরগঞ্জ) এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে ৪৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রেখে পুনরায় ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গত ১৮/১২/২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করে ডিসেম্বর ২০২২ মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরিকল্পনা কমিশন এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক সক্ষম ও কার্যকরী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করে ডিপিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করা হবে। উল্লেখ্য, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে গত ২২/০৮/২০২২ তারিখে দরপত্র আহবান করে দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম (আর্থিক ও কারিগরি) সম্পন্ন হয়েছে। যা চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর

২.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৫২টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (মার্চ ২০২২ হতে জুন ২০২৫)	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি (সমাপ্তকৃত ১৫৬টি (সংশোধিত ১৪৩টি) প্রকল্প ও ২৫টি (সংশোধিত ৪৬টি) প্রকল্প থেকে বাদ পড়া ২০টি এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত ১১টি) গত ০৩/০২/২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১০/০২/২০২২ তারিখের নির্দেশনামতে ডিপিপির কিছু অংশ সংশোধন করণসহ সক্ষম ও কার্যকরী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করে পুনঃপ্রেরনের জন্য অনুরোধ জানান। উক্ত নির্দেশনা ও চাহিদার আলোকে নতুন ১৩টি এবং জরাজীর্ণ ০৭টি সহ সর্বমোট (৩১+২০)=৫১টি ফায়ার স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করে এ অধিদপ্তরে ডিপিপির অংশের কাজ সম্পন্ন করে পুর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ০৭/০৯/২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করে এ অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছে। ইতোমধ্যে আরো ০১টি স্টেশন (শিবপুর-নোয়াখালী) এ প্রকল্পে নতুন অন্তর্ভুক্ত করে ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রেখে পুনরায় ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গত ০৮/১২/২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করে ডিসেম্বর ২০২২ মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। উল্লেখ্য, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে গত ২২/০৮/২০২২ তারিখে দরপত্র আহবান করে দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম (আর্থিক ও কারিগরি) সম্পন্ন হয়েছে। যা চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ০২টি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	গত ২০/১২/২০২১ তারিখে যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত এবং গত ২২/০৯/২০২২ তারিখে মাসিক এডিপি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৬টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবনের পরিবর্তে ০২টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন (মিরপুর ও সদরঘাট) নির্মাণের সংস্থান রেখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে ০৮/১১/২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ভুলত্রুটি সংশোধনপূর্বক পুনরায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সেমতে এ অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়ন করে ডিসেম্বর/২০২২ মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পুনরায় প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

৪.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/১২/২০২৫)	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর গত ০৫-০৯-২০২১ তারিখে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পটির উপর গত ১৫/১১/২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ১১/০১/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে TO&E ও জনবল নিয়োগের হালনাগাদ তথ্য চাওয়ার প্রেক্ষিতে এ অধিদপ্তর হতে তথ্যের জবাব ১৯/৭/২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং ১১/৮/২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ডলারের মূল্য বৃদ্ধি, প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল সংশোধন এবং এ্যাম্বুলেন্স শেড নির্মার্ণের জন্য গণপূর্ত বিভাগের পূর্ত কাজের রেট শিডিউল সংশোধন হওয়ার কারণে ২১-০৮-২০২২ তারিখে ডিপিপি ফেরত পাওয়ার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। গত ০৬/০৯/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন, সুরক্ষা সেবা বিভাগকে প্রকল্পের জনবল সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশিত করে ডিপিপি পুনর্গঠন করে পুনরায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান। তৎপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ গত ১৫/০৯/২০২২ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান। সে অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১৪/১১/২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ১৩/১২/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন।

০৬।**<u>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>**

(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি গত ০২.০৮.২০২২ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ থেকে ১৭/১০/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির অনুমোদনের আদেশ জারি করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ২৫/১০/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন (জিও) জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তাকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ০১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে পিপিআর অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

০৭। **<u>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:</u>**

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	০৮টি বিভাগীয় শহরে এবং ১২টি জেলায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৬/১০/২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয় যা সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ০৩/১১/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১১/১২/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২।স্থাপত্য অধিদপ্তর
২.	০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	পূর্বে প্রকল্পে ৫ একর জমির সংস্থান ছিল। সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত প্রকল্পে ১০ একর জমির সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগ থেকে ১০ একর জমি পাওয়া গেছে। জমির ডিজিটাল সার্ভে-কে বিবেচনায় নিয়ে, লে-আউট এবং স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করার জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে স্থাপত্য নকশা প্রণয়ণপূর্বক গত ১৬/১১/২০২২ তারিখে মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদন ও প্রতিস্বাক্ষরের জন্য অত্র অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ৩০/১১/২০২২ তারিখে এ বিষয়ে একটি সভা করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপত্য নকশায় প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হচ্ছে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২।স্থাপত্য অধিদপ্তর
৩.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) (০১/০৭/২০২২ হতে ০১/০৬/২০২৫)	উক্ত প্রকল্পের উপর গত ১২ মে, ২০২২ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা হয়েছে। যাচাই কমিটির সভায় পূর্বে প্রস্তাবিত দুইটি ভবনের পরিবর্তে একটি ভবন নির্মাণ এবং উক্ত ভবনের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত প্রকল্পের উপর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৪/১০/২০২২ এবং ০১/১১/২০২২ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তরে নকশা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২।স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৮। <u>ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ</u>:

(ক)<u>বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভায় উল্লেখ করেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৭৮৭.৯৭ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬০.১৪%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'এ' ক্যাটাগরিতে**অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৪৮০.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২৩৮.০৬ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৪৯.৬০%। নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩.৭৫ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ০.৭৮%। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ইতোমধ্যে ৪৬ লক্ষের বেশি

আবেদনকারীদের পাসপোর্ট সরবরাহ করা হয়েছে। স্টক ট্রেকিং-এর কাজ শেষে হয়েছে। প্রকল্পে ৩৭৭৩৩ টি আইটেম রয়েছে তন্মেধ্যে ৩৭৩৮০ টি ভেরিফাই করা হয়েছে। কিছু আইটেম পাওয়া যায়নি। Veridos GmbH কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আরডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। ইতোমধ্যে ৩ কোটি বুকলেট আমদানি করা হয়েছে। বর্তমানে যে হারে পাসপোর্ট সরবরাহ করা হচ্ছে তাতে ২০২৪ সালে এ স্টক শেষ হয়ে যেতে পারে। প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৮ সালে শেষ হবে। এসময়ের মধ্যে আরও অন্তত ১ কোটি ২৫ লক্ষ পাসপোর্ট বুকলেট আমদানি করা প্রয়োজন হতে পারে। তিনি আরো বলেন আমাদের ওয়ার হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে, বুকলেট আমদানি করা হলে তা মজুদ রাখার সমস্যা হবে না। ডিজি, ডিআইপি বলেন যে, গত ১৫/১১/২০২২ তারিখে চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ৬টি ই-গেট উদ্বোধন করা হয়েছে। সিলেট ওসমানী ও বেনাপোল স্থল বন্দরে ই-গেইট স্থাপনের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সভাপতি জানতে চান যে, দেশের বিমান বন্দরগুলোতে যে ই-গেইট চালু করা হয়েছে তা পরিচালনা করার জন্য নিজস্ব কোন জনবল আছে কিনা। সে প্রেক্ষিতে ডিজি, ডিআইপি বলেন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ৬ জন ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ১ জন মোট ৭ জন জনবল কর্মরত আছে। ই-গেইটসমূহ যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য জনবলের পদ সৃজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ডিপিপি সংশোধনপূর্বক জুরুরী ভিত্তিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) ই-পাসপোর্টের মালামাল সংক্রান্ত স্টক ট্রেকিং এর সমস্যাবলী নিষ্পত্তিপূর্বক বিস্তারিত প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) দেশের বিমান বন্দর ও স্থল বন্দর গুলোতে ই-গেট যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(ঘ) স্টক শেষ হওয়ার অন্তত ছয় মাস আগে বুকলেট সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ১২৮.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.৬৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৮%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৬০.২০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৪.২২ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ২৩.৬২%। নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭.৮২ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৩০%।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের সবগুলো আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের পূর্ত কাজের মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কয়েকটি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ভৌত অগ্রগতি কিছুটা পিছিয়ে আছে। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিসের লিফট সংযোজন ও গণপূর্ত বিভাগের কাজ চলমান রয়েছে। লিফট সংযোজনের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। গাজীপুরে তিন তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি 'বি' ক্যাটাগরিভুক্ত হওয়ায় মোট বরাদ্দের ৭৫% ব্যয় করা যাবে। তিনি আরো বলেন যে, ঠাকুরগাঁও জেলায় মামলা জনিত কারণে পূর্ত কাজ কিছুটা পিছিয়ে আছে। তবে বর্তমানে মামলা Vacate হওয়ায় কাজের গতি বেড়েছে। তিনি আরো বলেন যে, নাটোর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ২য় ছাদ আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ঢালাই হয়ে যাবে। অর্থ অবমুক্ত না থাকায়

পঞ্চগড় সাইটে কাজ কিছুটা ধীরগতিতে চলছে। নীলফামারীতে ২য় ছাদ ঢালাই হয়েছে। তিনি প্রকল্পের জেলা ভিত্তিক তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন এবং রোড ম্যাপ অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী এডিপি সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(খ) আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিসের লিফট সংযোজনের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমুহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ উত্তরায় নির্মিতব্য বহুতল ভবন (০১/১২/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। । স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভবনের নকশা অনুমোদন হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে।	(১)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্টঅধিদপ্তর (২)গণপূর্ত অধিদপ্তর (৩) স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৯। কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমুহঃ

(ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২৮৮.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬১.৪৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮১%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৭৫.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৪.০৬ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ১৮.৭৫%। নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪.২৩ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৫.৬৪%। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ভেরিয়েশন অনুমোদন না হওয়ায় প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করা যাচ্ছে না। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) দীর্ঘ ১১ বছর প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করণের লক্ষ্যে আলাদা ভাবে সভা করা দরকার। তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করণের লক্ষ্যে স্টেক হোল্ডারদের সাথে একত্রে বসে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সবাইকে নিয়ে একটি সভা করার জন্য আইজি, প্রিজনকে অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে হবে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির

প্রবণতা পরিহার করতে হবে;

(খ) নির্দিষ্ট মেয়াদে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে;

(গ) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট আইটেমসমূহের ক্রয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;

(ঘ) প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করণের লক্ষ্যে স্টেক হোল্ডারদের সাথে নিয়ে সভার আয়োজন করতে হবে।

(খ)<u>কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৯৮.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৩.৭৭ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.৪৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৬%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'এ' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১৫.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৫.৪৪ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৩৬.২৭%। নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩.০৭ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২০.৪৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এ প্রকল্পের সকল অঙ্গের টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন আরো বলেন যে, এ প্রকল্পের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ থেকে টাকা ছাড় অত্যন্ত প্রয়োজন। পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।। কম্পিউটার ও আসবাবপত্র খাতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্রে ৫০% ব্যয় করার নির্দেশনা থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতা বাড়ছে।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

(ক) অর্থ বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে বিদ্যমান ক্রয় সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(খ)মাসভিত্তিক নতুন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি জোরদার করতে হবে;

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে হবে;

(ঘ) প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করণের লক্ষ্যে জামালপুর কারাগার নির্মাণ প্রকল্প থেকে উপযোজনের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) <u>ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে ১২৭.৬১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৩.০৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৫.০৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা। তিনি আরো জানান, প্রকল্পটি মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা

হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সংশোধিত ডিপিপি দ্রুততার সাথে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সমন্বয় করতে হবে;

(খ) মনিটরিং কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে।

(ঘ) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ প্রকল্পের নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৭.৩২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.৬৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ০.০১ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও প্রকল্পের অন্যতম অঙ্গ জ্যামার ক্রয় সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্প সমাপ্ত হবে না বিবেচনায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় জ্যামার ক্রয় ব্যতীত এ পর্যন্ত ক্রয়/সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ৩২টি কারাগারে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, একনেক সভার আলোচনায় জ্যামার ক্রয়ের জন্য ক্রয় পদ্ধতি পরিবর্তন হয়ে ডিপিএম পদ্ধতিতে করা যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করা হয় । একনেক থেকে প্রশাসনিক আদেশ পাওয়ার পর জ্যামার ক্রয়ের ব্যবস্থ্যা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক)পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের মেয়াদ বার বার বৃদ্ধির প্রবণতা পরিহার করতে হবে।

(ঙ)পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭২.৮৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১২% এবং ভৌত অগ্রগতি ২০%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৩৯৮.২১ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৯৭.৮৩ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ২৪.৫৭%। নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭.৯৬ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৪.৫১%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, ০১/১২/২০২২ তারিখ প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা আহ্বান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় তিনটি জোন অর্থাৎ 'এ', 'বি' ও 'সি' জোনে ভাগ করে কাজ করা হচ্ছে। জোন 'বি' ও 'সি'-এর কাজ পূর্ণগতিতে চলছে। তবে জোন 'এ' এর কার্যক্রম ডিপিপি সংশোধনের পরে শুরু করা যাবে। তিনি বলেন, প্রকল্পের কাজ ২০% সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী চলমান রয়েছে এবং তা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২২ মাসে শেষ হবে। প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য পরিকল্পনা

কমিশন হতে পূর্বানুমোদন দরকার। প্রকল্পের কাজ গতিশীল রাখার জন্য আউটসোর্সিং চালু রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, এ প্রকল্পের নকশা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নকশা অনুমোদনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে। কারা মহাপরিদর্শক বলেন যে, প্রকল্প এলাকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণের লক্ষ্যে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার খনন কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। সভাপতি পরবর্তী কারিগরী কমিটির সভায় উক্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে;

(গ) নকশা অনুমোদনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

(চ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ৬২৪.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯৭.৪২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৫.৫৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ২২%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্তকরা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১০০.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৮.৭৫ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ১৮.৭৫%। নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭.১৫ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ১৭.১৫%। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পটি 'বি' ক্যাটাগরিভুক্ত হওয়ায় বরাদ্দের ৭৫% ব্যয় করা যাবে। ২য় কিস্তির অর্থ ছাড় হয়নি। তিনি প্রকল্পের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানান যে, ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ত কাজের ১৩টি প্যাকেজের মধ্যে ৭টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। ২টি প্যাকেজের Estimate সম্পন্ন হয়েছে এবং দ্রুতই টেন্ডার আহ্বান করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২২-এর মধ্যে শেষ হবে। তাই মেয়াদ বৃদ্ধি করা দরকার। এ প্রেক্ষিতে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন সংশোধিত ডিপিপিতে মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে। আলাদাভাবে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক টার্গেট অনুযায়ী ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করতে হবে এবং একাধিক বার প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রবণতা পরিহার করতে হবে।

(ছ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৩২৬.৯৮ কোটি

টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০০.৬০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (৩০.৭৭%) এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'সি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১২০.০০ কোটি টাকা। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পটি 'সি' ক্যাটাগরিভুক্ত হওয়ায় অর্থছাড় বন্ধ ছিল। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প সমূহের মধ্যে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার প্রকল্প হতে বরাদ্দ পুনর্বিন্যাস/পুন:সমন্বয় করে নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের ২০ কোটি টাকা অর্থ বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে পূর্ত কাজের জন্য ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;

(জ) জামালপুর জেলা কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)) সভাকে জানান যে, জুলাই/২০২০ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১.৮৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫.৬৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭.৫০%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৯৫.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৩৫.৬৩ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৩৭.৫০%। নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২.৮৩ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ২.৯৮%।প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের ০৭ (সাতটি) প্যাকেজের মধ্যে প্যাকেজ-১ ও ২-এর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। প্যাকেজ-৩ এসটিপি-এর প্রাক্কলন করা হয়নি। শেষের দিকে করা হবে। প্যাকেজ-৪ বহি: পানি সরবরাহ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীঘ্রই কাজ শুরু হবে। বহি:গ্যাস সরবরাহ-এর একবার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল কিন্তু কাঙ্খিত দর পাওয়া যায়নি। পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হবে। বনায়ন-এর প্রাক্কলন করা হয়নি। এটি সাধারণত শেষের দিকে করা হয়। বিদ্যুতায়ন চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীঘ্রই কাজ শুরু হবে। ৭টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি ব্যতীত বাকী সবগুলো প্যাকেজের দরপত্র হয়ে গিয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, জমির মামলা সংক্রান্ত ডিসি অফিসে যে সমস্যা ছিল তা অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-এর মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। প্রকল্পটি সুষ্ঠভাবে সমাপ্তির জন্য সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে পুরাতন স্থাপনা অপসারণ করে নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী টেন্ডারসহ অন্যান্য সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রবণতা পরিহার করতে হবে।

(ঝ) কারা অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীন (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর
২.	অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের উপর ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে। এছাড়া গত ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় ৪.৫ নং অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের লক্ষ্যে ০২-১১-২০২২ তারিখ প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।।	কারা অধিদপ্তর
৩.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরানিগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর
৪.	এ্যাকসেস টু জাস্টিস থ্রু প্রিজন এন্ড পলিসি রিফর্মস প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩)	এসপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পে টিএপিপি সংশোধন করে ২৬ মে ২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে সংশোধিত টিএপিপি ০৩/০৭/২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ থেকে ০২/০৮/২০২২ তারিখ টিএপিপির উপর কিছু পর্যবেক্ষণ দেওয়া হয়েছে; সে মোতাবেক টিএপিপি সংশোধন করে ১৫-১১-২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ১২/১২/২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	কারা অধিদপ্তর

সভাপতি প্রকল্প পরিচালকগণকে সভার সিদ্ধান্তসমূহ আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পের যে সকল কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে।

১০। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.০৬.০০১.২১.১০ তারিখ: ২৬ পৌষ ১৪২৯

১০ জানুয়ারি ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ

২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৬) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৭) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

৮) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

৯) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

১০) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

১১) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর

১২) অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৩) অতিরিক্ত সচিব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৪) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৫) অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৬) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর

১৭) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

১৮) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

১৯) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২০) যুগ্মসচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২১) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর

২২) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২৪) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ মোশারফ হোসেন

উপসচিব